শৈলকুপা উপ-নির্বাচনে আ.লীগ প্রার্থী হাকিম বিজয়ী

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী এম. আব্দুল হাকিম আহমেদ।

২ লাখ ৯৬ হাজার ৬৫৪ ভোটের মধ্যে তিনি পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৬৬১ ভোট। রোববার রাত ৯টার দিকে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম থেকে বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আব্দুস সালেক।

রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, নির্বাচনে আনারস প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোস্তফা আরিফ রেজা (মন্নু) পেয়েছেন ১৪ হাজার ১ ভোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী আনিচুর রহমান মোটরসাইকেল প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৯২৯ ভোট।

রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ১২০টি কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ইভিএমের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনও প্রার্থী নির্বাচন সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ জানায়নি। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে তারা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কোথাও অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেনি।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৪ নভেম্বর শিকদার মোশাররফ হোসেন সোনা মারা যাওয়ার পর ২০২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি উপ-নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয় তার স্ত্রী শিকদার শেফালি বেগম। পরবর্তীতে চলতি বছরের ১৬ মে শিকদার শেফালি বেগম মারা গেলে পদটি আবারও শূন্য হয়।

গাংনীতে প্রেমিকের মিথ্যা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ন্যাশনাল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনিষ্টিটিউট এ্যান্ড হাসপাতালে চিকিসাধীন অবস্থায় রবিবার সকালে তার তার মৃত্যু হয়।

সুম্মার বড় বোন রুপালী খাতুন জানান, স্বাধীন আমার বোন সুম্মার সাথে প্রতারণা করেছে। তারা দুজনে এক সাথে মরার কথা বলে আমার বোন হারপিক পান করে আর স্বাধীন করেনি। স্বাধীন আমার বোনকে মুত্যুর প্ররোচণা না দিলে কখনো আমার বোন হারপিক পান করতো না। আমরা স্বাধীনের উপযুক্ত শাস্তি চাই। সুম্মা মৃত্যুর আগে একটি আত্নহত্যায় প্ররোচনা বিষয়ে একটি ভিডিও বার্তা রেকর্ড) দিয়ে যায়।

সুম্মার পিতা রেজাউল হক জানায়, আমার মেয়ের বিয়ের জন্য আমি একাধিকবার স্বাধীনের বাবার কাছে গিয়েছি। কিন্তুু স্বাধীনের বাবা মেনে নেয়নি। আমার মেয়েকে স্বাধীন মৃত্যু জন্য পত্রিজ্ঞা করেছে। কিন্তু আমার মেয়ে একাই সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে আমার বুক খালি হয়েছে। দীর্ঘদিন চিকিৎসা করতে গিয়ে আমি পথের ফকির হয়ে গেছি তবুও আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলামনা। একথা জানাতেই মুর্ছা যায় সুম্মার পিতা।

স্থানীয় ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম নাটু জানান, প্রেমের সম্পর্কের কারনে মেয়েটি দুই মাস আগে হারপিক পান করেছিল। এতে তার পরিবারের বড় ধরনের ক্ষতি হলো।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস জানান, আমি এঘটনা শুনেছি। গ্রামের মানুষও বিভিন্ন ভাবে মেয়েটিকে চিকিৎসার জন্য সহযোগীতা করেছে। কিন্তু যার জন্য মেয়েটি আত্নহত্যা করলো সেই পরিবারের লোকজন একটু সহযোগীতা বা সহানুভুতি দেখাইনি। এমন হৃদয় বিদারক ঘটনার আর অবতারন দেখতে চাইনা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এবিষয়ে আমার কাছে কেউ আসেনি। তবে অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নতুন তেলবাহী কন্টেইনার ছাড়া ১১ দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে- অনিন্দ্য ইসলাম অমিত

খুলনা বিভাগীয় বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন কোনো জ্বালানি তেলবাহী কন্টেইনার চট্টগ্রাম পয়েন্টে যদি না আসে তাহলে আগামী ১১ দিন পরেই বাংলাদেশের সকল যানবাহন চলাচল ও সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে এই বাংলাদেশের অর্থনীতি যখন সুশৃংখল তখন এই শহর অঞ্চলে গড়ে ৪ ঘন্টা ও গ্রাম অঞ্চলে ১৬ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকছে না।

কিছুদিন পূর্বেই হাতির ঝিলে শত কোটি টাকা ব্যয় করে শতভাগ বিদ্যুৎ সংযোগের উৎসব পালন করা হলো, কিন্তু আজ কয়েক মাসের ব্যবধানে এই রকম বিদ্যুৎবিহীন অবস্থা।

শনিবার বিকালের দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সারা দেশে বিদ্যুতের লোডশেডিং ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এ কথা বলেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিতে বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশকে জ্বালানি খাত, প্রাকৃতিক ও ভূগর্ভস্থ সম্পদের উপর নির্ভর না করে আমদানিকৃত জ্বালানি খাতের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্বেও এদেশের অধিকাংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভূগর্ভস্থ গ্যাস দ্বারা পরিচালিত হতো। কিন্তু এই অবৈধ সরকার বিদেশী রাষ্ট্রকে খুশি করার জন্য এবং তাদের দলীয় নেতাকর্মীদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার জন্য আস্তে আস্তে আমাদের এই জ্বালানি খাতকে আমদানি নির্ভর করে ফেলেছে।

এছাড়াও এসময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, ইলিয়াস হোসেন, আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ বক্তব্য রাখেন।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, মাহাবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক প্রমুখ।

জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতুর নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশে যোগ দেয়। এসময় যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভ সমাবেশে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের সকল নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

তিনটি হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামী কৃষকলীগের সভাপতি। সমালোচনার ঝড়

তিনটি হত্যা, হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত, চুরিসহ একাধিক মামলার আসামী আতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আর সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এলাকায় আবারও শুরু হয়েছে আতংক।

তবে, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক ও জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন বললেন তার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা ষড়যন্ত্রমুলক।

দীর্ঘ ৫ বছর পর গত ২৯ জুলাই শুক্রবার বিকেলে গাংনী পাইলট হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ চত্বরে সম্মেলন শেষে রাতে কমিটি গঠণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাত ৮ টা থেকে শুরু হয়ে রাত ২ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। ৩৫০ জন কাউন্সিলর ভোট প্রদান করেন।

কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কৃষকলীগের নেতৃবৃন্দ ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকসহ আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিত ছিলেন।
কমিটিতে আতিয়ার রহমানকে সভাপতি ও মশিউর রহমান পলাশকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

আতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলার লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের সাইফুল ইসলাম ওরফে সইফুদ্দীনের ছেলে।
গাংনী থানা সূত্রে জানা গেছে, আতিয়ার রহমানের নামে ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩২৬-৪/৩০৭/৩০২/৫০৬/১১৪/৩৪ দন্ডবিধিতে গাংনী থানার মামলা নং ৯. তারিখ ৯/১১/২০২১ ইং।
গাংনী থানার মামলা নং ৩৪. তারিখ ৩০/০৭/২০১৭ ইং, দন্ডবিধি ১৪৩/৩৪১/৩২৬/৩০২/
গাংনী থানার মামলা নং ১৬, তারিখ ১২/০৬/২০১৭ইং ধারা ১৪৩/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৩৭১/৫০৬/১১৪ দন্ডবিধি।
মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং ৯, তারিখ ৬/১০/২০১০ ইং, ধারা ৩৭৯/৪১১ দন্ডবিধি।

স্থানীয় মেম্বর ও লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের টুটুল মেম্বর জানান, আতিয়ার নওপাড় গ্রামের ওমর আলীকে হত্যা প্রচেষ্টা চালায়। সে মামলার নং জিআর ১২/৯০। মামলায় ৭ বছর কারাদন্ড হয়। ২০০৩ সালের কাথুলি ইউনিয়নের সংরক্ষিত নারী সদস্য আলেয়া খাতুনকে প্রকাশ্যে দিবালোকে মাথায় কিরচি দিয়ে মারে। বর্তমানে আলেয়া মেম্বর পঙ্গু জীবন যাপন করছে। সে মামলায় ১ নং আসামী। ৯১ সালে ধলা গ্রামের নজিবুরকে পেটে ফলা দিয়ে ভুড়ি বের করে দেয়। ২০১৭ সালে বর্তমান মেম্বর টুটুলের বাড়িতে হামলা দলবল নিয়ে চলায় আতিয়ার ও তার লোকজন। এঘটনায় আতিয়ারকে ১ নং আসামীকে করে একটি মামলা হয়। মামলা নং ১৮৭/১৭ ইং। ২০১৭ সালের ২৯ জুলাই এনামুল হক নইলুকে হত্যা করে। হত্যা মামলার ১ নং আসামী। মামলা নং সেসন ১৬৯/১৮ ইং। ২০১১ সালের ৮ নভেম্বর সকালে দুই সহোদর জাহারুল ও সাহারুল ইসলাকে প্রকাশ্যে দিবালোকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। মামলায় ১ নং আসমী সে। ধলার বিল নিয়ে আতিয়ারের সাথে বিরোধের জের ধরে ২০০০ সালে

সাইদুল হোসেন খুন হন। সাম্প্রতিক সময়ে জোড়া খুন মামলায় কারাবন্দী থেকে জামিনে মুক্ত হন তিনি।

সরকার দলীয় কয়েকজন নেতা ও কৃষকলীগের নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, একাধিক হত্যা, চুরিসহ বেশ কয়েকটি মামলার প্রধান আসামী আতিয়ার। এসব হত্যা মামলায় সে বারবার জেল খেটেছেন। এধরনের মানুষকে সভাপতি দেওয়া ঠিক হয়নি। আতিয়ারকে সভাপতি করাই দলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। তাকে সভাপতির পদে দাঁড়াতে দেওয়াই ঠিক হয়নি।

গাংনী সরকারী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুর রশিদ বলেন, হত্যা মামলার আসামী ও ও জেল খাটা আসামী যদি একটা রাজনৈতিক দলের সহযোগী সংগঠণের সভাপতি হয় এর চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারেনা। ভবিষ্যাতে এর খারাপ ফল রাজনীতিবিদদেরই ভোগ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা সুজনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, রাজনীতিতে ফ্রেস এবং নির্ভেজাল মানুষকে নেতৃত্ব দেওয়া উচিৎ। হত্যা মামলার একজন আসামীকে রাজনৈতিকভাবেই বেমানান দেখাবে। তাকে মানা না মানা নিয়ে রাজনৈতিক দলের মধ্যেই কথা উঠবে। এছাড়া ভবিষ্যতে রাজনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দেবে।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, কৃষকলীগের আলাদা গঠনতন্ত্র রয়েছে। গঠণতন্ত্র মোতাবেক কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতাদের উপস্থিতিতে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩৫০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে আতিয়ার রহমান সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। হত্যাসহ ৮ মামলার আসামি কিভাবে কৃষকলীগের সভাপতি হলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আতিয়ারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এসকল মামলা করা হয়েছে।

জেলা কৃষক লীগের সাধরণ সম্পাদক ওয়াসিম সজ্জাদ লিখনও অভিন্ন সুরে বলেন,আতিয়ারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মামলার আসামি হয়েছেন। কাউন্সিলদের প্রত্যক্ষ ভোটে তাকে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

মেহেরপুর শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা

মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্রাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ রবিবার (৩১জুলাই) দুপুরে সংগঠনটির মিলনায়তনে ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য রাহিনুরজামান পলেন।

তফসিলে আগামী ২ আগস্ট ভোটার তালিকা আপত্তি দাখিল, ৩ আগস্ট ভোটার তালিকা আপত্তি নিষ্পত্তি, ৪ আগস্ট চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ৫ আগস্ট মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু ৬ আগস্ট মনোনয়নপত্র জমা, ৭ আগস্ট মনোনয়নপত্র বাছাই, ৮ আগস্ট মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন, ৯ আগস্ট চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ এবং ওই দিনই প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ, ২০ আগস্ট শনিবার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এ সময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য এমদাদুল হক ও আসাদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নারীসহ দুই আসামী গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন ও নিয়মিত মামলায় ১ জনসহ ২ আসামী গ্রেফতার করেছেন। এরা হলেন, গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামের হারান আলীর স্ত্রী আরজিনা খাতুন ও মেহেরপুর সদর উপজেলার বেলতলাপাড়া গ্রামের মৃতু আযম উদ্দীনের ছেলে আলম শেখ।

আরজিনা খাতুনের নামে অপহরণের অভিযোগে নিয়মিত মামলায় রয়েছে। গাংনী থানার মামলা নং ২৯, তারিখ ২৯/০৭/২০২২। ধারা ৭/৩০।
এছাড়া আলম শেখ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার আসামী। সে বর্তমানে গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামে বসবাস করছেন। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে থানা পুলিশের পৃথক টীম শনিবার (৩১ জুলাই) দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে এই দুই আসামীকে গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (৩১ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক সমর্থককে কুপিয়ে হত্যা; পুলিশ বলছে পূর্ব শত্রুতার জের

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর এক সমর্থক কে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতের নাম জানিক শেখ, সে সারুটিয়া ইউনিয়নের পুরাতন বাখরবা গ্রামের ইবাদত শেখের ছেলে।

রবিবার ভোর ৪ টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে নিজ গ্রাম থেকে তাকে দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে মুমুর্ষ অবস্থায় ফেলে যায়। সেখান থেকে স্থানীয়রা তাকে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে রাতেই কুষ্টিয়া মেডিকেলে রেফার করা হয় ।

জানা যায়, শৈলকুপা উপজেলার পুরাতন বাখরবা গ্রামের জানিক শেখ সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বের হয়। রাত ১০টার দিকে রাস্তার পাশে তাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। সে কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত ।

নিহত জানিক শেখ স্বতন্ত্র আনারস প্রতিকের চেয়ারম্যান প্রার্থী

মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নুর পক্ষে নিয়মিত প্রচার প্রচারনায় অংশ নিত এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জুলফিকার কায়সার টিপুর একজন সক্রিয় কর্মী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক বলে পরিবার জানিয়েছে । নিহতের স্ত্রী স্বপ্না খাতুন জানান, নৌকা প্রতিকের কর্মী- সমর্থকরা তার স্বামী কে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

এদিকে শৈলকুপা থানার ওসি আমিনুল ইসলাম জানান, পূর্ব শত্রুতার জেরে এই হত্যাকান্ড ঘটেছে।

বর্তমান সরকারের দুঃশাসন থেকে মুক্তি পেতে আন্দলনে ঝাপিয়ে পড়ুন

বর্তমান সরকার দেশে বাকশালি শাসন ব্যবস্থা চালু করেছে। আ.লীগ সরকারের দুঃশ্বাসন থেকে দেশ বাসিকে রক্ষা করতে হলে আন্দলনের কোন বিকল্প নেই। যদিও স্বৈরাচারি এ সরকারের বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে।

পিছনের দরজা দিয়ে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা ধরে রেখেছে। মুখে গণতন্ত্র বললেও কোথাও বাক স্বাধীনতা নেই। উন্নয়নের নামে মেগা প্রকল্প আর লুটপাট চালিয়ে দেশের মানুষের মাথায় আজ ঋণের বোঝা। সরকারে এমপি মন্ত্রীদের কথাবার্তা শুনলে মনে হয় এদেশে আর কারো রাজনীতি করার অধিকার নেই।

ইতিহাস স্বাক্ষী নির্যাতন, নীপিড়ন করে কেউ বেশি দিন টিকে থাকেনি। আ.লীগ সরকারও থাকবে না। আজ যারা নেতা নির্বাচিত হয়েছেন আর যারা হতে পারেননি তারা প্রত্যেকেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার সৈনিক। আগামী দিন আন্দলনের ডাক আসলে সবাইকেই ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

শনিবার বেলা ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা মদনা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ৬ টি ইউনিয়ন বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠানে উপরোক্ত কথা গুলো বললেন, কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ-কোষাধ্যক্ষ ও জেলা বিএনপির আহবায়ক মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু।

এ নির্বাচনে তিতুদহ ইউনিয়ন বিএনপির কমিটিতে সভাপতি মিলন মিয়া, সহসভাপতি খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন টোটন, সহ সাধারণ সম্প্দক আব্দুল খালেক, সাংগাঠনিক সম্পাদক নাজমুল হোসেন নির্বাচিত হন। গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির কমিটিতে সভাপতি মহাব্বত আলী, সহসভাপতি রবিউল হক, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক শাহআলম, সাংগাঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান নির্বাচিত হন। নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপির কমাটিতে সভাপতি ফরজ আলী, সহসভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সহসাধারণ সম্পাদক আবু সালেহ, সাংগাঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম নির্বাচিত হন। বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির কমিটিতে সভাপতি আশরাফুল হক, সহসভাপতি দুজন সমমান, সাধারণ সম্পাদক আসলাম উদ্দীন, সহসাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক, সাংগাঠনিক সম্পাদক দুজন সমমান নির্বাচিত হন। কুড়ালগাছি ইউনিয়ন বিএনপির কমিটিতে সভাপতি আব্দুল রশিদ, সহসভাপতি ইদ্রিস আলী, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবু, সহসাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন। সাংগাঠনিক সম্পাদক আশরাফুল হক নির্বাচিত হন। পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন বিএনপির কমিটিতে সভাপতি শফিউল্লাহ শফি, সহসভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আজিবার রহমান, সহ সধারণ সম্পাদক মামুন রেজা, সাংগাঠনিক আশিক ইকবাল চঞ্চল নির্বাচিত হন।

মুজিব আদর্শের দুর্গ হিসাবে মেহেরপুরকে গড়ে তোলা হবে-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

আমাদের এই মুজিবনগর জাতির পিতার নামে নামাঙ্কিত বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণের পবিত্র জায়গা। অতএব জাতির পিতার নামে এই জায়গাটি সেই মুজিবের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন তা হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষকলীগ অতএব আমি আশা করব জাতির পিতার নামের যে পবিত্রতা রয়েছে প্রথম রাজধানীর এই মাটি প্রথম সরকারের শপথ গ্রহনের পবিত্র জায়গা অতএব আমাদের উপরে অনেক দায়দায়িত্ব রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে মুজিবের আদর্শের দুর্গ হিসাবে উন্নত সমৃদ্ধশালী জনপদ হিসাবে মুজিবনগর তথা মেহেরপুরকে

গড়ে তোলা।

গতকাল শনিবার বিকেলে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে মুজিবনগরে উপজেলা কৃষক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন, বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি।

তিনি আরো বলেন, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগ আগামী দিনে আরো শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠবে। আমি চায় যে এই কৃষকলীগ বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এই কৃষক আমরা যদি এই কৃষকলীগের ভাল নেতৃত্ব তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা ক্ষৃকের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবো এবং প্রধানমন্ত্রীর বার্তা ও নির্দেশনা এবং কৃষির উন্নয়ন গুলো তাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারব।

আমরা কৃষকদের সমস্যার কথা এবং কৃষকদের আরও কিভাবে উন্নয়ন করতে পারি কৃষকদের সেবার মান আরো কিভাবে বাড়াতে পারি সেটাও কিন্তু আমরা কৃষকদের কাছ থেকে জানতে পারি।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান টিটুর সঞ্চালনায় এবং মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম মন্ডলের সভাপতিত্বে, উদ্বোধক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ কৃষক লীগ কেন্দ্র কমিটির সহ-সভাপতি এবং মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সভাপতি মাহবুব উল আলম শান্তি। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শরিফ আশরাফ আলী, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ন সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন,মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম পানু,কুঠি শিল্প বিষয়ক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুল ইসলাম স্বপন, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হালিমা রহমান, বেসরকার সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম, সহ প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক নুরুল ইসলাম বাদশা। ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আবুল কালাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি সদস্য বাবুল মল্লিক।

যুবনেতা হাসানুজ্জামান লালটু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মতিন। সম্মেলনে আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগের নেতৃকর্মীবৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শেষে সর্বসম্মতি কমে আগামী তিন বছরের জন্য জাহিদ হাসান রাজীবকে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি ও শাহিনুর রহমান মানিককে সাধারণ সম্পাদক এবং আরোজ আলীকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

দর্শনায় গাঁজাসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী আটক

দর্শনায় গাঁজাসহ রিনা বেগম (৫০) নামের এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ী কে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানাগেছে শনিবার সাড়ে ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর এর নেতৃত্বে দর্শনা থানার অফিসার এসআই (নিঃ) শামীম রেজা, এএসআই (নিঃ) সানোয়ার হোসেন, এএসআই (নিঃ) হাফিজুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় দর্শনা থানাধীন পশ্চিম রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে হতে রিনা বেগমকে ২ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার করে।

রিনা বেগম রুদ্রনগর মাদ্রাসাপাড়ার মৃত আজাদুল ইসলামের স্ত্রী। তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।